দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 2 1 2002

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন 'স্পিড' মাদক ট্যাবলেট

বিআইডব্লিউটিসি বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হবে ॥ সংসদে প্রশ্নোত্তর

সংসদ রিপোর্টার ॥ 'স্পিড' নামে নতুন এক ধরনের মারাত্মক মাদক-ট্যাবলেট দেশে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এর আরেক নাম 'ইয়াবা'। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী এতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পুত্র তরুণ এমপি মাহী বি চৌধুরী মঙ্গলবার সংসদে একথা জানান। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ সংসদে প্রশোত্তর পর্বে জানান, ২০০০ চিকিৎসকের শূন্যপদে সহসা নিয়োগ দেয়া হবে। বিআইডব্লিউটিসি-এর জাহাজ ও স্টীমারগুলো লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। ঢাকার সদরঘাট থেকে টঙ্গী পর্যন্ত নৌপথে যাত্রী ও মালামাল বহনের ব্যবস্থা চালু করা হবে।

মাহী বি চৌধুরী সংসদে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে দেয়া এক মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসে বলেন, 'স্পিড' বা 'ইয়াবা' প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে উৎপাদিত হয়। ট্যাবলেট আকৃতির এই মারাত্মক মাদককে অনেকে ঘুমের বড়ি বলে ভুল করে থাকে। এ ট্যাবলেট বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত পথে ও ব্যাঙ্কক থেকে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের বিমানযোগে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে দেশে প্রবেশ করছে। স্থানীয় কিছু ওষুধ ব্যবসায়ী দেশেই এ ট্যাবলেট উৎপাদনের চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীর কাছে 'স্পিড' পরিচিত; ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী এতে আসক্ত। কিছুদিন আগে এক সাবেক সংসদ সদস্যের পুত্রকে গ্রেফতারের পর তার কাছে অস্ত্র ছাড়াও ১০০০ ট্যাবলেট পাওয়া গেছে। পুলিশ এই ট্যাবলেটকে ঘুমের বড়ি বলে (সম্ভবত) ভুল করেছে। আসলে এগুলো 'স্পিড'। মাহী চৌধুরী অবিলম্বে এ মাদকের প্রবেশ বন্ধ করতে তৎপর হওয়ার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রী আকবর হোসেন সংসদকে জানান, আগামী ৫ বছরের মধ্যে সমুদ্র বন্দরগুলোয় বছরে ৮/৯ লাখ কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ের সামর্থ্য গড়ে তোলা হবে। বেশ কয়েকটি ল্যাডিং স্টেশনসহ সদরঘাট-টঙ্গী নৌপথে যাত্রী ও মাল পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন শূন্যপদে ২০০০ চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিকস নিয়োগের উল্লেখ করে বলেন, প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন করে এমবিবিএস চিকিৎসক দেয়া হবে। তিনি জানান, দেশে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ১২ হাজার। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ হাজার ৫৬০ জন। বেসরকারী হাসপাতালের (ক্লিনিক) সংখ্যা ৭০১টি। এর মধ্যে ২৫৩টি ঢাকায় অবস্থিত।